বিবাহের ইতিকথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা অযোনিজ সত্তা সৃষ্টি করিতে করিতে যখন অধিক সৃষ্টি করিতে পারিলেন না তখন সৃষ্টিকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপ মদনরূপী কামদেবকে আহ্বান করিলেন। তারপর মদনদেবের সহায়তায় তিনি তখন মৈথুনজ সৃষ্টি প্রকরণের সূত্রপাত করিলেন। সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে মনু ও শতরূপাকে সৃজন করিলেন। তৎপরে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে মৈথুনজ সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ ও বৈধ করিবার জন্য পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া বৈদিক মন্ত্রাদি সহযোগে পুরুষ ও প্রকৃতির বিশুদ্ধতাপূর্ণ মানস নিবন্ধনকে পতি-পত্নী বা স্বামী-স্ত্রী রূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ বা পরিণয়ের নিয়ম সৃষ্টি মধ্যে প্রচলন করিলেন। সেই বিধির বিশুদ্ধতা এবং নিত্যতা যাহাতে বজায় থাকে এবং মিথুন সৃষ্টির ফলে ব্রহ্মাণ্ডে যাহাতে পবিত্রতা অটুট থাকে সেজন্যে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা গোলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। ভগবান শ্রীহরির মানসপুত্র মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা হইলেন এই ব্রহ্মাণ্ডে বেদ সৃজনকারী প্রথম ''ব্রাহ্মণ''।

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন। অঙ্কন ঃ শ্রীমতী শিবারতি নন্দী

একদা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নির্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিলেন। ব্রহ্মার স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে ''অচলা ভক্তি'' প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহাদিগকে প্রণতি নিবেদনপূর্বক তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পবিত্র অগ্নি সমীপে গমনপূর্বক তথায় উপবেশন করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। তারপরে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিয়া সপ্তবার তাঁহাদিগকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তারপর পুনরায় শ্রীরাধিকাকে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার হস্তধারণ করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলে ব্রহ্মা বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তদনন্তর প্রজাপতি শ্রীরাধিকার হস্ত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এবং শ্রীকৃষ্ণের এক হস্ত শ্রীরাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া শ্রীরাধিকাকে মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারপর ব্রহ্মার নির্দেশে শ্রীরাধিকা আজানুলম্বিত পারিজাত ফুলের মালা শ্রীকৃষ্ণের গলায় সমর্পণ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণও একটি মালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। অনন্তর শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে উপবেশন করিলে ব্রহ্মার নির্দেশে তাঁহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিলেন। এইভাবে পিতা যেরূপে কন্যাকে সম্প্রদান করেন তদ্রূপ পিতামহ ব্রহ্মাও শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া স্বস্থান ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মা শ্রীরাধিকাকে কন্যারূপে লাভ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তপোরত ব্রহ্মার ধ্যান-সম্বোধি অবস্থা হইতে ক্ষণের শূণ্যাবস্থায় 'সন্ধ্যার' জন্ম হয়।

তদাবধি ব্রহ্মা আপন মানসপুত্র ও মানসকন্যাদিগকে এই বিধি অনুসারে পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে বহ্মানন্দন মনু তাঁহার 'মনু সংহিতায়' বিবাহের এই সকল বিধি-নিয়মাদি সন্নিবেশিত করেন। আদিকাল হইতে এই প্রথা পৃথিবীর প্রায় সর্বজাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কেহ অগ্নিকে সাক্ষী করে আবার কেহ সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করে এবং ব্রাহ্মণ দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করিবার রীতি আজও চলিয়া আসিতেছে।

সহায়ক গ্রন্থ — **মহাভারত**

—হরি ওঁ তৎ সৎ—